জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি ওর্য়াড নিয়ে গঠিত হয় ।

জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত নির্বাচনে পৌরবাসী আমাকে ব্যাপক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে।

এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

সংযোগ সড়ক না হওয়ায় চালু হচ্ছে না ব্রিজ

সংযোগ সড়ক তৈরি না হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটি দেড় বছরেও চালু হয়নি। ব্রিজের হাজরাহাটি অংশে অবৈধ স্থাপনা থাকায় সংযোগ সড়ক হচ্ছে না বলছে এলজিইডি। ফলে দু’পাশের ১০-১৫টি গ্রামের জনগণকে পোহাতে হচ্ছে দূর্ভোগ। এলজিইডির পক্ষে অবৈধ স্থাপনা সরানোর নির্দেশ দিলেও তা সরানো হচ্ছে না। ভুক্তভোগিদের দাবী, দ্রুত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে ব্রিজটি চালু করা হোক।

এলজিইডি সূত্র জানায়, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামে ৯৬ মিটার লম্বা একটি ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ছয় কোটি ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২০১৯ সালের শুরুর দিকে। এরপর পেরিয়ে গেছে প্রায় দেড় বছর। কিন্তু ব্রিজটি চালু করা যায়নি।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ বলছে, ব্রিজের হাজরাহাটি অংশে সরকারি জমিতে কিছু অবৈধ স্থাপনা রয়েছে। কয়েকটি দোকানঘর ও একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে। এগুলো অপসারণ করা না হলে সংযোগ সড়ক তৈরি করা যাচ্ছে না। অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য দখলকারিদের পত্র দেওয়া হয়েছে।

হাজরাহাটি গ্রামের কালাম জোয়ার্দ্দার জানান, বর্তমানে যেখানে ব্রিজ তৈরি হয়েছে সেখানে আগে নৌকা বা বাঁশের সাঁকোয় পারাপার হতো। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০১৭ সাথে ব্রিজটি নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু কাজ শেষ না হওয়ায় ব্রিজটি এলাকাবাসীর কোনো কাজে আসছে না। অন্যদিকে অসমাপ্ত কাজের জন্য পড়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রীও নষ্ট হচ্ছে।

হাজরাহাটি গ্রামের সাইফুল ইসলাম পিনু জানান, ব্রিজ চালু না হওয়ায়

অন্তত ৩০ কিলোমিটার ঘুরে অনেককে বিকল্প পথে চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া, ব্রিজের দুপাশ রয়েছে ঝুকিপূর্ণ। কাজ অসমাপ্ত থাকায় প্রায়ই ঘটছে দূর্ঘটনা। পায়ে হেটে যাতায়াতেও ঝুঁকি নিতে হচ্ছে।

শিয়ালমারী গ্রামের আব্দুল হালিম ও লিটন আলী জানান, শিয়ালমারী, বটিয়াপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ এই ব্রিজ পার হয়ে চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করে। ব্রিজের দু’পাশ অসমাপ্ত হওয়ায় তা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থায় ব্রিজে পায়ে হেটে যাতায়াত করতেও ঝুঁকি নিতে হয়।

অভিযুক্ত অবৈধ স্থাপনাকারী হাজরাহাটি গ্রামের হাতেম আলী বলেন, ‘আমার বিল্ডিঙের যে অংশ বাড়তি ছিলো তা ভেঙে নেয়া হয়েছে। এখন আর অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমিও চাই রাস্তাটি হোক।’

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ সানা জানান, ব্রিজটির হাজরাহাটি প্রান্তে যেসব জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে সেগুলো দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অচিরেই অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে শেষ করা হবে নির্মাণ কাজ। এর ফলে গ্রামবাসীরাও ব্রিজের সুফল ভোগ করবে।

বৃক্ষ রোপণ ও বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ ফরিদপুরের শামীমের

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে মাঠে-ময়দানে মাঝে-মধ্যেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। সেই কর্মসূচি পালনের ছবি নানা পত্র-পত্রিকায়ও আসে।

ছবি ফলাও করে প্রচার হওয়ায় নেতাকর্মীরা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা নিয়ে ঘরে ফেরেন ঠিকই কিন্ত ক‘দিনের মাথায়ই কর্মসূচিতে তাদের লাগানো গাছের চারা আর মাঠে-ময়দানে পাওয়া যায় না। ছাগল-গরুতে

খেয়ে ফেলে। নেতাকর্মীরা সেদিকে ফিরেও আর তাকান না। এভাবেই বছরের পর বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলে। কিন্ত প্রকৃতিতে গাছের সংখ্যা আর বাড়ে না।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এবার এগিয়ে এসেছেন আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের যুবক এসএম গোলাম সরোয়ার শামীম। তার গ্রামসহ পুরো বেলগাছি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ হাজার নানা জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তিনি। একই সাথে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি চারার সাথে একটি করে বাঁশের খাঁচা বানানোরও উদ্যেগ নিয়েছেন। এই বিশাল আয়োজনের কর্মসূচিতে শামীমের গ্রাম ফরিদপুরের যুবসমাজ ও মুরুব্বীরা তার সাথে রয়েছেন।

শনিবার বিকেলে ফরিদপুর খেলার মাঠে ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন গ্রামবাসী। ছাত্র-যুবকদের এই অসম্ভব সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধরাও।

ফরিদপুর গ্রামের রিকাত আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের অপর অশীতিপর বদর উদ্দিন বিশ্বাস ভাদু মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রামের কৃতি সন্তান জগলুল আরেফিন, লিটন মিয়া, ডাক্তার সামসুজ্জামান, দাউদ আলী জোয়ার্দ্দার, আব্দুল মান্নান মন্ডল, মানোয়ার হোসেন মন্ডল, গিয়াসউদ্দিন মন্ডল, মওলা বক্স মন্ডল, মনিরুদ্দিন মন্ডল, পলান মন্ডল, সাদেক মন্ডল, রইস উদ্দিন শিল্পী, আনোয়ার হোসেনসহ গ্রামবাসী।

কুষ্টিয়ায় ১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে মা-মেয়ে-বাবার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে মা, বাবা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। পরপর তিনজনের মৃত্যুতে তাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
মৃত তিনজন হলেন মিরপুরের ধুবাইল ইউনিয়নের গোবিন্দগুনিয়া গ্রামের

লালন মল্লিক (৭০), তাঁর স্ত্রী আনজেরা খাতুন (৬৫) এবং তাঁদের মেয়ে ও মক্কেল আলীর স্ত্রী আঙ্গুরী খাতুন (৪০)। এরই মধ্যে তিনজনের মরদেহ দাফন সম্পন্ন হয়েছে।
স্থানীয়রা জানায়, অসুস্থজনিত কারণে গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে ১১টার দিকে বাড়িতে মারা যান লালন মল্লিকের স্ত্রী আনজেরা খাতুন। আজ শনিবার সকাল ৯টার দিকে জানাজা শেষে তাঁকে গোবিন্দগুনিয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ দিকে মায়ের মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মেয়ে আঙ্গুরী খাতুন। নিজ বাড়িতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে বেলা ১১টার দিকে মারা যান আঙ্গুরী খাতুন।
এদিকে বড় মেয়ে মিরপুর পৌরসভার নওয়াপাড়া এলাকায় স্বামীর বাড়িতে মারা গেছেন- এ খবর শুনে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান লালন মল্লিক। এরপর দুপুর ২টার দিকে মিরপুর পৌরসভার নওয়াপাড়া কবরস্থানে আঙ্গুরী খাতুনকে দাফন করা হয়। বিকেল ৫টার দিকে গোবিন্দগুনিয়া কবরস্থানে দাফন করা লালন মল্লিককে।
ধুবাইল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এটা খুবই মর্মান্তিক একটা ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে হার্টের অসুখে ভুগছিলেন আনজেরা খাতুন। শুক্রবার রাতে মারা যান তিনি। সকাল ৯টায় আমরা তাঁকে দাফন করি। বেলা ১১টায় জানতে পারি, তাঁর মেয়ে আঙ্গুরী খাতুন মারা গেছেন। এর কিছুক্ষণ পর জানতে পারি যে স্ত্রী ও মেয়ের শোকে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন লালন মল্লিক।’

মেহেরপুরে ফারইষ্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্সের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

মেহেরপুরে ফারইষ্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স লি.এর বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। ইন্স্যুরেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯ মাস পার হলেও টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী গ্রাহক।

যদিও গ্রাহকদের বলা হয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই টাকা পাওয়া যাবে।

মেহেরপুর শহরের ৬ নং ওয়ার্ডের ভুক্তভোগী গ্রাহক ঝর্না খাতুন জানান, ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুইরেন্স কোম্পানী লি. এ আমি একটি ইন্সুইরেন্স করি। যার নাম্বার ৮০-২১১। গত বছর ডিসেম্বরে তার ১০ বছর পুর্ন হয়েছে। প্রায় ৯ মাস পার হতে চললেও টাকা পাওয়ার কোন নাম নেই। টাকার ব্যপারে মেহেরপুর শাখায় যোগাযোগ করা হলে তারা আমাকে পুনরায় নতুন করে ইন্স্যুরেন্স করতে বলেন। নতুন ইন্স্যুরেন্স করলে তাড়াতাড়ি টাকা পাবেন বলে জানান কোম্পানির লোকজন। তা না হলে দেরি হবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর শাখার কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম জানান, নতুন ইন্স্যইরেন্স করলে হাতে হাতে ফইল নিয়ে কাজ করা যায়। ঢাকায় যেতে খরচ লাগে, সেটা কে দেবে। কবে নাগাদ টাকা আসবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যার কাছে টাকা জমা দিয়েছেন তাকে জিজ্ঞেসা করেন। আমাকে জ্বালাতন কইরেন না।

মেহেরপুরের বোসপাড়ায় জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত চার পরিবার

মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ায় জলবদ্ধতার কারণে চার পরিবার বিপর্যয়ের মুখে। বাড়ির পাশে এক মাত্র চলাচলের রাস্তা থাকলেও তা অল্প বৃষ্টির কারণে হাটু পানিতে পরিনত হয়। যা চলাচলের জন্য অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। এতে করে বিভিন্ন সাপ,বিছা, পোকা মাকড়ের ভয়ে জীবন যাপন করছে চারটি পরিবার।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ড বোস পাড়া ঘুরে দেখা যায় জলবদ্ধতা জীবন যাপন করছে চারটি পরিবার।

মৃত আকবর আলীর ছেলে রাজ্জাক জানান, আমরা জলবদ্ধতায় ২০ বছর ধরেই

ভুগছি বেশি সমস্যা হয় বর্ষার মৌসুমে। যেখানে হালকা বৃষ্টি হলেই হাটু পানিতে বাড়ির উঠান পর্যন্ত ডুবে যায়। আমরাসহ আশে পাশের চারটি পরিবার মিলে পৌর মেয়র, দুই নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে জানালে সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু এখনো প্রর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। এই জলবদ্ধতার কারনে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখিন হয় যেমন দীর্ঘ দুই, তিন মাস ধরে আমাদের আশে পাশের প্রতিবেশিরা জলাবদ্ধতার কারনে আমাদের বাড়িতে কেউ বিপদে এগিয়ে আসে না। যদি পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে প্রতিবেশির ছাদ পাড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

এর চাইতেও সমস্যা আমাদের বাড়ির কারেন্ট বিল, পানির বিল, ডিস বিল সহ বিভিন্ন বিলের কাগজ অন্য কারো কাছে রেখেই চলে যায়। আমরা যদি নামাজ পড়তে যায় তবে বাড়ির ছাদ বেয়ে অন্য বাড়ির ছাদ দিয়ে যেতে হয়|

প্রতিবেশি মিলন জানান, আমাদের রাস্তার পাশেয় ড্রেন আছে কিন্তু রাস্তা ছাড়া ড্রেন উচু হওয়ার কারণে এই জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই বিষয় টি বিশ বছর থেকে পৌর সভায় ও দুই নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর দের জানালে সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় রাস্তাটি উচু করে করে দিবে ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করে দিবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেও এগিয়ে আসে না।

আরও এক প্রতিবেশি আবু সাইদ জানান, আমার বাড়ির পাশে জলবদ্ধতা যে কারণে প্রচুর পুকা মাকড়ের উৎপত্তি হচ্ছে। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে আছে তার জন্য মসার হাত থেকে বাঁচাতে ছোট মশারীও কিনে এনেছি, তার পরেও মশার হাত থেকে আমার বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারছি না। তার চাইতেও বড় কথা আমার প্রতিবেশি আব্দুর রাজ্জাক ভাই কিন্তু তার পরিবারসহ আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাচল করে। কারণ যখন উনি অফিসে যায় তখন তো আর হাটু পানির ভিতর দিয়ে আসতে পারে না তাই আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাফেরা করে।

এ ব্যাপারে ২নং নাম্বার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, বিষয়টি এর আগেও আমাকে জানানো হয়েছে। আগামীকাল আব্দুর রাজ্জাকের জলাবদ্ধতার ভোগান্তির ব্যাপারটি নিয়ে কাজ শুরু করব। প্রথমে রাস্তার পাশে যে ড্রেন ব্যবস্থা আছে সেটা পরিষ্কার করাবো তারপরও যদি পানি নিষ্কাশন না হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সহ মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন।

তারই ধারা বাহিকতায় আজ শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

করোনায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৫৬৭

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ১ হাজার ৫৬৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ১৭০টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৫৬৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৩৭২।

গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৪ হাজার ৯১০ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫১ জন এবং মোট সুস্থ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৬ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭৩ দশমিক ২০ শতাংশ ও মৃত্যু হার ১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

তিতাসের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় তিতাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

দায়িত্বে অবহেলার কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে জানিয়েছেন

সিআইডির ডিআইজি মাইনুল হাসান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— তিতাসের ফতুল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মো. সিরাজুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক মাহমুদুর রহমান রাব্বি, সহকারী প্রকৌশলী এসএম হাসান শাহরিয়ার, সহকারী প্রকৌশলী মানিক মিয়া, সিনিয়র সুপারভাইজার মো. মুনিবুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র উন্নয়নকারী মো. আইউব আলী, হেলপার মো. হানিফ মিয়া, কর্মচারী মো. ইসমাইল প্রধান।

এর আগে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে আট কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

শনিবার দুপুরে সিআইডির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির ডিআইজি মাইনুল হাসান বলেন, তদন্তের এ পর্যায়ে আমরা তাদের গ্রেফতার করেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

গ্যাসের লিকেজ থেকে গত ৪ সেপ্টেম্বর রাতে বায়তুস সালাত জামে মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হলো। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন একজন। বাকি চার মুসল্লির অবস্থা আশঙ্কাজনক। সূত্র- যুগান্তর